

ফ্ল্যাট ঋণ

ফ্ল্যাট ঋণের নির্দেশিকা (Flat Loan Guidelines)

ছবি



বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

Bangladesh House Building Finance Corporation

গৃহায়নের দিগন্তে ঐতিহ্যের স্মারক

২২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২-৯৫৬১৮২৬

হেল্প লাইনঃ ০২-৯৫৬১৩৮০, ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬

Website: www.bhbfc.gov.bd, E-mail: info@bhbfc.gov.bd

১.০। ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা :

- পূর্ণ বয়স্ক, সুস্থ ও চুক্তি করার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক ফ্ল্যাট ঋণের আবেদন করতে পারবেন;
- প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তিগণও এ ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

২.০। আওতাধীন এলাকাঃ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা এবং দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর এলাকা।

৩.০। ফ্ল্যাট ঋণের আওতাধীন এলাকা, সিলিং এবং নির্মাণ হারঃ

আওতাধীন এলাকা		সুদের হার	ঋণের সিলিং (লক্ষ টাকায়)	প্রতি বর্গফুট সর্বোচ্চ নির্মাণ হার
ঢাকা মহানগরী	চট্টগ্রাম মহানগরী	৯.০০%	১২০.০০	প্রতি বর্গফুট ৫০০০/- টাকা ফ্ল্যাটের আয়তন ১৬০০ বর্গফুটের বেশি হলে ৬০০০/- টাকা
গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারা, উত্তরা, লালমাটিয়া আবাসিক এলাকা, ডি.ও.এইচ.এস (মহাখালী, বারিধারা, বনানী, মিরপুর)- এর সরকারি প্লট।	আগ্রাবাদ, চান্দগাঁও, কর্ণেলহাট, বাকলিয়া, কল্ললোক আবাসিক এলাকার সরকারি প্লট এবং খুলশী আবাসিক এলাকা।			
১। উপরিউক্ত এলাকা ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এর অন্যান্য এলাকা।			৮০.০০	প্রতি বর্গফুট ৪০০০/- টাকা ফ্ল্যাটের আয়তন ১৫০০ বর্গফুটের বেশি হলে ৫০০০/- টাকা
২। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর এলাকা			৬০.০০	
৩। পল্লী অঞ্চলে বাড়ী নির্মাণের ঋণ (পেরি আরবান ও উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার এলাকা)			৪০.০০	প্রতি বর্গফুট ৩৫০০/- টাকা

৩.১। প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটের সাথে গ্যারেজ নির্মাণ এর ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা যোগ করা যাবে।

৩.২। ঋণের ইকুইটি : ক) কর্পোরেশনের ঋণ এবং ঋণগ্রহীতার নিজস্ব বিনিয়োগ অনুপাত হবে ৭৫ : ২৫; অর্থাৎ ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যয় এর ভিত্তিতে (কর্পোরেশনের নির্মাণ হার অনুযায়ী) গ্রহীতার নিজস্ব বিনিয়োগ ২৫% এবং কর্পোরেশনের ঋণে বিনিয়োগ ৭৫%। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অনুপাত ৩০:৭০।

খ) ফ্ল্যাট ক্রেতা এবং ডেভেলপার এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক অনুমোদিত নকশার প্রতি ইউনিটের অতিরিক্ত কোন কমন স্পেস থাকলে উহার মূল্য ফ্ল্যাট ক্রেতা নিজ উৎস হতে পরিশোধ করবেন।

৩.৩। ঋণ পরিশোধ মেয়াদ :

৫, ১০, ১৫ ও ২০ বছর পরিশোধ মেয়াদে এমরটাইজড (Amortized) পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সমমাসিক (EMI) কিস্তি নির্ধারিত হবে। ফলে নিয়মিত কিস্তিপরিশোধ করলে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই সুদাসলে সমুদয় ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ২৫ বছর।

৪.০। গৃহীত ঋণের কিস্তি নির্ধারণ :

৪.১। এমরটাইজড পদ্ধতিতে সকল মাসিক কিস্তির পরিমাণ সমান হবে; বার্ষিক ৯.০০% সুদে প্রতি লক্ষ টাকার (আইডিসিপি বাদে) মাসিক কিস্তির পরিমাণ নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারিত হবে:

পরিশোধ মেয়াদ	সুদ হার	মাসিক কিস্তি
২৫ বছর	৯.০০%	৮৩৯.০০ টাকা
২০ বছর	৯.০০%	৯০০.০০ টাকা
১৫ বছর	৯.০০%	১০১৪.০০ টাকা
১০ বছর	৯.০০%	১২৬৭.০০ টাকা
৫ বছর	৯.০০%	২০৭৬.০০ টাকা

৪.২। আইডিসিপি Pre-EMI Payment পদ্ধতিতে পরিশোধযোগ্য হবে।

৫.০। **ফ্ল্যাট ঋণের আবেদনের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্র :**

৫.১। **সাময়িক আবেদনের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্রের তালিকা :**

- ❖ ফ্ল্যাট ঋণের সাময়িক আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে (সাময়িক আবেদন ফরম বিনামূল্যে অফিস থেকে বিতরণ করা হয় অথবা কর্পোরেশনের ওয়েব সাইট হতে Download করে উহা যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করা যাবে);
- ❖ ঋণের সাময়িক আবেদন ফরমে ঋণগ্রহীতা এবং ডেভেলপার অন্যকোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে উহার তথ্য সংযোজন করতে হবে এবং বন্ধক প্রদানের পূর্বেই ফ্ল্যাটটি অন্য প্রতিষ্ঠানের ঋণ মুক্ত সনদ দিতে হবে;
- ❖ ফ্ল্যাট ক্রেতা এবং ডেভেলপার এর সাথে সম্পাদিত ফ্ল্যাট ক্রয়ের রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দিতে হবে;
- ❖ সরকারি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দিতে হবে;
- ❖ জমির মালিক এবং ডেভেলপার এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দিতে হবে;
- ❖ অনুমোদিত নকশা ও অনুমোদন পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দিতে হবে;
- ❖ প্রস্তাবিত বন্ধকী জমি/সাইট পরিদর্শন করার জন্য রুট ম্যাপ দিতে হবে;
- ❖ ফ্ল্যাট ঋণের সাময়িক আবেদনপত্র বিবেচনার ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনকারীর পাশাপাশি ডেভেলপার এর সুনাম, মর্যাদা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সাময়িক আবেদনপত্র অনুমোদন করা হবে।

৫.২। **ফরমাল আবেদনের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্রের তালিকাঃ**

- ➔ জমির স্বত্ব সংক্রান্ত কাগজ/দলিলপত্রের তালিকা:

ক্রমিক নম্বর	লীজ প্রাপ্ত প্লটের ক্ষেত্রে	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে	সরকারি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে
১।	প্রস্তাবিত এপার্টমেন্ট ভবনের জমির মালিকানা দলিল (লীজ দলিল বা লীজ পরবর্তী মালিকানা দলিল এর সত্যায়িত ফটোকপি)। এছাড়াও চেইন অব ডকুমেন্টস হিসাবে মূল বরাদ্দপত্র ও দখল হস্তান্তর পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (যদি থাকে)।	প্রস্তাবিত এপার্টমেন্ট ভবনের জমির মালিকানা দলিল (মূল মালিকানা দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি এবং এস.এ / আর.এস রেকর্ডীয় মালিক থেকে ধারাবাহিকতা প্রমাণের চেইন অব ডকুমেন্টস এর সত্যায়িত ফটোকপি)।	(১) ফ্ল্যাটের মূল বরাদ্দপত্র। (২) সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বন্ধক অনুমতিপত্রসহ কাঠামো নকশা, ভারবহন সনদ। (৩) ইমারতের কাঠামো নকশা মতো ভবন নির্মিত হয়েছে মর্মে প্রকৌশল সনদ (নমুনা মোতাবেক)।
২।	লীজদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রেতার নামে কর্পোরেশনের অনুকূলে বন্ধক রাখার অনুমতিপত্র/অনাপত্তিপত্র (এন.ও.সি)।	১২(বার) বছরের এন.ই.সি (সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রার/ সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত)।	লীজ দাতা প্রতিষ্ঠান হতে বন্ধক অনুমতিপত্র।
৩।	লীজদাতা কর্তৃক প্রদত্ত নামজারী ডকুমেন্টস এর সত্যায়িত ফটোকপি।	সি.এস, এস.এ, আর. এস, পি.এস, মহানগর জরিপ ও বি.এস খতিয়ানের সত্যায়িত ফটোকপি, নামজারী খতিয়ানসহ ডি.সি.আর ও হালসনের খাজনা রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপি।	
৪।	ফ্ল্যাট ক্রয়ের রেজিস্ট্রিকৃত বায়না চুক্তিপত্রের মূল কপি এবং বরাদ্দপত্র।	ফ্ল্যাট ক্রয়ের রেজিস্ট্রিকৃত বায়না চুক্তিপত্রের মূল কপি এবং বরাদ্দপত্র।	
৫।		১ম কিস্তির পূর্বে মালিকানা দলিল/ফ্ল্যাট ক্রয়ের চুক্তিপত্র দলিলের মূল কপি জমা দিতে হবে।	

৫.৩। **ফরমাল আবেদনের সাথে দাখিলতব্য অন্যান্য কাগজপত্রের তালিকা :**

- ফরমাল আবেদন পত্রের মূল্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা।
- আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও সাদা কাগজে ৩টি নমুনা স্বাক্ষর (সরকারি মালিকানাধীন যে কোন প্রতিষ্ঠানের ৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত) দাখিল করতে হবে।
- কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দরখাস্ত ফি জমা প্রদানের রশিদ (বর্তমানে প্রতি হাজারে ৫/- টাকা হারে + সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাটসহ)।
- যে কোন মূল দলিল রেজিস্ট্রি অফিস থেকে পাওয়া না গেলে দলিল উত্তোলনের মূল রশিদ ও সার্টিফাইড কপি জমাসহ দলিল উত্তোলনের জন্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা ফি জমা দিতে হবে।
- ঋণ আবেদনকারীর আয়ের প্রমাণপত্র (চাকুরীর ক্ষেত্রে ঋণ আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট পাতায় বেতন সনদ এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত হলফনামা/আয়কর পরিশোধ সনদ)।
- ফ্ল্যাট ঋণ আবেদনকারী বা তার জামিনদার আয়কর পরিশোধকারী হতে হবে এবং ই-টি.আই.এন নম্বরসহ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
- কর্পোরেশনের অনুকূলে রেহেন দলিল রেজিস্ট্রির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটটি অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দায়বদ্ধ থাকলে অবমুক্ত করে সম্পূর্ণ নির্দায় ও নিষ্কটক অবস্থাতে কর্পোরেশনের নিকট বন্ধক প্রদান করতে হবে।
- ডেভেলপার কোম্পানীর/ফ্ল্যাট নির্মাণকারী ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ প্রস্তাবিত ভবনে কোন ঋণ আছে কি-না তার একটি ঘোষণাপত্র নিতে হবে। ভবনটি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দায়বদ্ধ থাকলে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটটি রেহেন দলিল রেজিস্ট্রির পূর্বেই অবমুক্ত করে দিতে হবে। প্রস্তাবিত বন্ধকী ফ্ল্যাটটি কোন প্রতিষ্ঠানে দায়বদ্ধ থাকলে জমিসহ ফ্ল্যাট অবমুক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লিখিত সম্মতি পত্র নিতে হবে।
- ডেভেলপার কোম্পানীর সংঘ স্মারক, সংঘবিধি ও নিবন্ধন সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- বেসরকারী হাউজিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে সংঘ স্মারক, সংঘবিধি ও নিবন্ধন সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ভূমির মালিকের মালিকানা দলিল, খাজনা, ডিসিআর, নামজারী ইত্যাদির মূল কপির সাথে মিলিয়ে ফটোকপি গ্রহণ করতে হবে।
- যে সমস্ত কাগজ/দলিলপত্রের মূল কপি ডেভেলপারের কাছে সংরক্ষিত থাকে ঐ সমস্ত কাগজপত্রের ফটোকপি ডেভেলপার কোম্পানীর একজন স্থায়ী ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
- কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট জোন/রিজিওনের ফ্ল্যাট ঋণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (কন্টাক্ট পারসন) ডেভেলপারের অফিসে গিয়ে উক্তরূপ কাগজপত্রের মূল কপি দেখে সত্যায়নকৃত কাগজপত্রে প্রতিস্বাক্ষর করবেন।
- ঋণের ১ম কিস্তির আবেদনের সময় ঋণ আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাব বিবরণী দাখিল করতে হবে।
- ফ্ল্যাটের মালিকানা বা মর্গেজ দলিল রেজিস্ট্রির ১৫ দিনের মধ্যে মালিকানা দলিলের সার্টিফাইড কপি এবং ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটের নামজারী, ডিসিআর ও খাজনার রশিদ দাখিল করতে হবে।

৫.৪। প্রবাসী বাংলাদেশীগণের আবেদনের সাথে দাখিলতব্য অতিরিক্ত কাগজপত্রের তালিকাঃ

- বিদেশের Employment Certificate এবং রেসিডেন্ট পারমিটসহ সকল কাগজপত্র বা Documents কনস্যুলেট/এম্বাসী'র মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত Exchange House এর মাধ্যমে Verify করে দাখিল করতে হবে;
- প্রবাসী নাগরিকদেরও বাংলাদেশী পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে;
- ঋণে নির্মিত বাড়ি/ফ্ল্যাট তথা সার্বিক কার্যাদি তত্ত্বাবধান করার জন্য বাংলাদেশে অবস্থানরত একজন নমিনি/প্রতিনিধিকে আমমোক্তার (Power of Attorney) নিযুক্ত করতে হবে।

৫.৫। প্রকৌশলগত কাগজপত্রের তালিকা :

- সংশ্লিষ্ট ভবনের অনুমোদিত নকশার সত্যায়িত ফটোকপি (অনুমোদনপত্রের কপিসহ)।
- ডিজাইন মোতাবেক কাজ করার ব্যাপারে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আন্ডারটেকিং।
- জমির সয়েল টেস্ট রিপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি।
- সংশ্লিষ্ট এপার্টমেন্ট ভবনের কাঠামো নকশা (স্ট্রাকচারাল ডিজাইন)। ৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত ভবনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং ৭ (সাত) বা তদুর্ধ্ব তলা ভবনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/নির্বাহী প্রকৌশলী/প্রকৌশল পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইমারতের ভারবহন ক্ষমতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট (সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রকৌশলীকে অবশ্যই ইনস্টিটিউশন-অফ-ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর সদস্য হতে হবে)।
- প্রথম চেক গ্রহণের পূর্বে দাখিলকৃত কাঠামো নকশা ও ডিজাইন মোতাবেক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে মর্মে নির্মাণ কাজ তদারককারী প্রকৌশলী হতে বাস্তবায়ন সনদ দাখিল করতে হবে।
তবে যে সমস্ত ঋণ কেইসে পাইলিং এর আবশ্যিকতা আছে সে সমস্ত ঋণ কেইসে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম বা যোগ্য প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে সয়েল টেস্ট রিপোর্ট ও কাঠামো নকশা মোতাবেক যথাযথভাবে পাইলিং করা হয়েছে মর্মে সনদ পত্র দাখিল করতে হবে।

৬.০। ফ্ল্যাট ঋণের মঞ্জুরীকৃত টাকা ০৩ (তিন) টি কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

৭.০। ঋণ আবেদনকারীর নামে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সরাসরি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.০। নির্মিত ফ্ল্যাটের প্রথম ক্রেতা ফ্ল্যাটের মালিকানা দলিল দাখিল করলে মঞ্জুরীকৃত ঋণ এককালীন অথবা নির্মাণ কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে কিস্তিতে গ্রহণ করতে পারবেন।

৯.০। রাজউক/গণপূর্ত/জাগুক/সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত শর্তে মঞ্জুরীকৃত ঋণের ৫০% টাকা বিতরণ করা যাবে।

শর্তঃ

ত্রি-পক্ষীয় চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে ৫০% টাকা বিতরণের পর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটটি কর্পোরেশনের অনুকূলে বন্ধক প্রদান করে সমুদয় টাকা গ্রহণ করতে হবে। যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বন্ধক প্রদান করে অবশিষ্ট টাকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে বিতরণকৃত টাকার উপর ৭ম মাস হতে কিস্তি Refix করে দেয়া হবে।

- ১০.০। নির্মিতব্য/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাটের মূল মালিকানা দলিল রেজিস্ট্রেশনের তারিখেই শেষ চেক গ্রহণ করতে পারবেন। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে আম-মোক্তার নামার ক্ষমতাবলে অথবা লিখিত সম্মতিপত্র অনুযায়ী ঋণের চেক গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণের চেক ডেভেলপার বা তার প্রতিনিধিকে প্রদান করা যাবে।
- ১১.০। মঞ্জুরীকৃত সমুদয় টাকা গ্রহণ করা হলে শেষ কিস্তি গ্রহণের পরবর্তী ২য় মাসের ০১ (এক) তারিখ হতে কিস্তি পরিশোধ শুরু হতে হবে।
- ১২.০। সর্বশেষ চেক (সমুদয় টাকা গ্রহণ না করলে) গ্রহণ তারিখ এর পরবর্তী মাসের ১ (এক) তারিখ হতে ঋণের কিস্তিপরিশোধ শুরু করতে হবে।
- ১২.০। **অফিস কর্তৃক করণীয়ঃ**
- ঋণ আবেদনকারী এবং জামিনদারের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিচিতি, বর্তমান ঠিকানা, সামাজিক অবস্থান, NID কার্ড এর সঠিকতা যাচাই করতে হবে।
 - ঋণ প্রস্তাবিত বন্ধকী জমি/ফ্ল্যাটের দখল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
 - ভূমির মালিক ও ডেভেলপারের অথবা ক্রেতা/বিক্রেতার সম্পূর্ণ Identity নিশ্চিত করতে হবে।
 - রেজিস্ট্রিকৃত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে অফিস প্রধান সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটটি ঋণ আবেদনকারীর দখলে আছে কিনা; নিশ্চিত করতে হবে।
 - সর্বক্ষেত্রেই শাখা প্রধান কর্তৃক V.R প্রদান করতে হবে।
 - EFT পদ্ধতিতে ঋণের কিস্তিজমার বিষয় নিশ্চিতের জন্য মঞ্জুরীপত্রে এরূপ শর্ত আরোপ করতে হবে।
 - অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিঃ দ্রঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা বিএইচবিএফসি'র Web Site (www.bhbfc.gov.bd) -এ সার্চ করুন।